দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 3 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ কলাম ... ৫ ...

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৫০ বছর পূর্তি

আবুবকর সিদ্দিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে বিভাগ প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০১০ সালের ১লা জানুয়ারী শুক্রবার প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের একটি বর্ণাঢ্য পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই মহতী উদ্যোগে উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং সাফল্য কামনা করি। এবার ৫০ বছর পেছনে তাকানো যাক। দেখা যাবে, আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের যে সাফল্যমণ্ডিত ও গৌরবোজ্জ্বল অবস্থান তা দিনে দিনে কিভাবে গড়ে উঠেছে। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ দেশে আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার কোনও নিয়মিত শিক্ষাক্রম চালু ছিল না। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা পীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে আধুনিকীকরণের মানসে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলর ও তাঁর সুযোগ্য সেক্রেটারী জনাব এমএস খানকে আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৫৪ সালে লন্ডনে প্রেরণ করেন। ১৯৫৪ সালের আগষ্টের থেকে ১৯৫৬ সালের জুন পর্যন্ত এমএস খান পূর্ণাঙ্গ বিদ্যা অর্জনসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন যে বর্তমান যুগে Knowledge and Publications There of have so proliferated to such an extent that no man can keep up with it without leaning upon the speciality which the modern library Science has developed." দেশে ফিরে ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৫৭-৫৯ মেয়াদে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান গ্রন্থাগার সমিতি (বর্তমানে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি)-এর ১ম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণের পর সমিতিকে আন্তর্জাতিকমানে এগিয়ে নেয়ার জন্য যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তার অন্যতম ছিল আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন। সে মতে ১৯৫৮ সালের নভেম্বর থেকে সমিতির উদ্যোগে এ দেশের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ৬ মাস মেয়াদী সর্বপ্রথম নিয়মিত সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়। এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ কোর্সের অভূতপূর্ব সাফল্য এমএস খানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়া ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় ১৯৫৯-৬০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ডিপ্লোমা এবং ১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে এমএ কোর্স চালু করতে সক্ষমতা করে। ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলা অনুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন জনাব এমএস খান অবসর গ্রহণের পর ঐ বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক জনাব এহেএম সামসুল আলম বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায় কলা ভবনের প্রবেশ দ্বারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের গৃহায়ণ সম্ভব হয় এবং সকলের দৃষ্টি কাড়ে।

১৯৭৫-৭৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে একবছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের পাশাপাশি দু'বছর মেয়াদী মাস্টার্স (এমএ ১ম পর্ব এবং এমএ শেষ পর্ব খোলা হয়। ১৯৭৬ সালে এমফিল এবং ১৯৭৯ সালে পিএইচডি কোর্স প্রবর্তিত হয়। ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের নাম পরিবর্তন করে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ রাখা হয় এবং ডিপ্লোমা কোর্স বাদ দিয়ে ৩ বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর সম্মান (অনার্স) কোর্স প্রবর্তিত হয়। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৩ বছর মেয়াদী সম্মান (অনার্স) কোর্সের পরিবর্তে ৪ বছর মেয়াদী সম্মান (অনার্স) কোর্স প্রবর্তিত হয়। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের নাম পুনরায় পরিবর্তন করে বর্তমান তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ (Department of Information Science & Library Management) রাখা হয়। এ হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। জাতীয় জীবনে এ বিভাগের অবদান অপরিসীম। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান ও লাইব্রেরী কর্মী ব্যতীত আধুনিক লাইব্রেরী পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এ-কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। সেই ১৯৬০ সালে Report of Scientific Commission of Pakistan স্বীকৃতি দেয় (৬৩ পৃষ্ঠা): "No programme of maintenance of libraries will succeed unless we have a corps of trained Librarians." আজ Computerised Information Storage & retrieval প্রসার ঘটায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান এবং লাইব্রেরী কর্মীর প্রয়োজন এবং গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুল পর্যন্ত পর্যায়। বিপুল সংখ্যক ব্যাংক, ব্যবসা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গণ-গ্রন্থাগার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, আইন-আদালত, বিদেশী দূতাবাস ও সংস্থাসমূহ, প্রিন্ট এবং নন-প্রিন্ট মিডিয়া সংস্থাসমূহ ইত্যাদিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগের এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। সেই ১৯৫৯ সালে এ দেশে আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার সূচনা না হলে আজ ক'জন বিদেশ থেকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ডিগ্রী নিয়ে এত বিপুল সংখ্যক পদ পূরণ ও চাহিদা

মেটাতে পারতো? আগার কথা, অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এ কোর্সে ভর্তি হচ্ছে। অনেক প্রতিশ্রুতিশীল এবং প্রতিভাধর গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানধারী দেশে-বিদেশের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গণ-গ্রন্থাগারে দক্ষতার সঙ্গে চাকরি করছে। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করছে। শিক্ষার সর্বোচ্চ শিক্ষাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাসূচিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি এবং এ বিষয়ে সর্বোচ্চ পিএইচডি ডিগ্রী দান একদা অবহেলিত গ্রন্থাগারিক পেশা ও পদবীকে সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জানতে পেরেছি বর্তমান সরকারের Digital Bangladesh স্বপ্ন সর্বক্ষেত্রে সফল করার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তা সফল করার ক্ষেত্রে উক্ত বিভাগও পিছিয়ে নেই। Digital Library গড়ে তোলার জন্য তাদেরও পাঠ্যক্রমে পাঠ্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই যে এই বিভাগের অগ্রযাত্রা, চিরকাল তা অটুট থাক, ৫০ বছর পূর্তির দিনে এই তত কামনা করি।

[লেখক: প্রাক্তন লাইব্রেরিয়ান বুয়েট ও আইইউটি]